# আইন কমিশন
# পুরাতন হাই কোর্ট ভবন
# ঢাকা- ১০০০

## বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব, দীর্ঘসূত্রতা ও অবহনীয় খরচের কারণে মামলা স্তূপীকৃত হচ্ছে সকল আদালতে - নিম্ন ও উচ্চ সর্বত্র। বিদ্যমান পদ্ধতিতে দ্রুততার সাথে ও অল্প খরচে মামলা নিষ্পত্তির সুযোগ নেই। বিশ্বায়নের এই যুগে বিরোধের ধরণ দিন দিন পরিবর্তিত হওয়ায় এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রুততার সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে ADR ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে।

আমাদের দেশে ঐ ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য ২০০৩ সনে দেওয়ানী কার্যবিধিতে ৮৯এ এবং ৮৯বি ধারা প্রবর্তন করে বিচারিক আদালতে মধ্যস্থতা ও সালিসের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। অতঃপর আপীল আদালতকে অনুরূপ ক্ষমতা দিয়ে ২০০৬ সনে ঐ আইনে ৮৯সি ধারা প্রবর্তন করা হয়। বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ২০০১ সনে সালিস আইন প্রণয়ন করা হয়। অতঃপর ২০০৩ সনে প্রণীত অর্থ ঋণ আদালত আইনে (২০১০ সনের সংশোধনীসহ) মধ্যস্থতার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিধান চালু করা হয়। পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৮৫ সনের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে বিচার-পূর্ব ও বিচার পরবর্তী পর্যায়ে আপোষ-মীমাংসার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০০৬ সনে প্রণীত শ্রম আইনে স্বল্প পরিসরে আপোষ মীমাংসার (Conciliation) ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। তাছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে ছোট খাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন ২০০৪ এবং গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়।

কিন্তু এতদ্সত্বেও নানা কারণে ADR এর সুবিধা থেকে বিচার প্রার্থী জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে। আইনজীবী ও বিচারকগণই এখন পর্যন্ত ADR এর সুবিধা ও সুফল সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নন। আদালতগুলোতে বর্তমানে যেভাবে মামলা জট বাড়ছে, মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হচ্ছে এবং মামলার খরচ বাড়ছে, তা হতে বের হয়ে আসতে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি ছাড়া কোন উপায় নেই। বিভিন্ন দেশের বিশেষতঃ কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, আদালতের উদ্যোগে গৃহীত ADR ব্যবস্থা চালু করতে পারলে উহা দেওয়ানী মামলার শুরুতেই বিরোধীয় বিষয় চিহ্নিত করে দ্রুততার সাথে তা নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়। ADR এমনি একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি যা স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে সহায়ক হয়। এই পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি হলে উভয় পক্ষই বিজয়ী হয়, কোন পক্ষই পরাজিত হয় না। সামাজিকভাবে পক্ষদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

আমাদের দেশে বিদ্যমান মামলা জটের দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে আছে ফৌজদারী বিরোধ। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ ধারায় আপোষ নিষ্পত্তির যে ব্যবস্থা চালু আছে তা পর্যাপ্ত বিবেচিত হয় না। ফৌজদারী মামলার এই বিশাল জট থেকে উত্তরণের জন্য বিকল্প পদ্ধতি খুঁজে বের করা বা উহা প্রবর্তন করা এখন সময়ের দাবী।

এই প্রেক্ষাপটে বিগত ১৯-৭-০৯ ইং তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং আইন-মতামত-৮-১১৩/০৯-৫৯৬/লেঃ প্রঃ নং পত্র দ্বারা দ্রুত ও যৌক্তিক সময়ে মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কি কি করণীয় আছে তা নির্ধারণের জন্য আইন কমিশনের নিকট সুপারিশ চাওয়া হয়।

উক্ত পত্রে সমঝোতা বা বিকল্প পদ্ধতিতে বা অন্যবিধ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহের দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করা যায় কি না, কোন্ কোন্ প্রকারের মামলা এই পদ্ধতির আওতায় আনা সম্ভব, ADR বা অন্য কোন পদ্ধতিতে আপোষযোগ্য ও তুচ্ছ প্রকৃতির ফৌজদারী মামলাসমূহের দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করা যায় কিনা এবং এ সকল পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়নের বা প্রচলিত আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে বিষয়ে সুপারিশ প্রেরণ করার অনুরোধ করা হয় ***(সংযুক্তি- '১')***।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের দেশে দেওয়ানী, পারিবারিক, বাণিজ্যিক ও অর্থঋণ আদালতের মামলায় ইতোমধ্যে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি অর্থাৎ ADR-এর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা আছে। ফৌজদারী মামলাতেও আপোষের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার মধ্যে কি পরিমাণ মামলা বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি হচ্ছে তা নিরূপণ করার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে দেওয়ানী, ফৌজদারী, পারিবারিক ও অর্থঋণ মামলার মোট সংখ্যা এবং প্রতিবছর কি পরিমাণ মামলা বিকল্প পদ্ধতিতে নিস্পত্তি হচ্ছে সে বিষয়ে আইন কমিশন থেকে দেশের বিভিন্ন আদালতে পরিসংখ্যান চাওয়া হয় ***(সংযুক্তি-'২')***। পাশাপাশি সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকেও বর্তমানে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ও নিষ্পত্তির হার সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় ***(সংযুক্তি-'৩')***।

সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১লা জানুয়ারী ২০১০ তারিখ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে মোট ১৯,১৩,৬৩৩ টি মামলা বিচারাধীন আছে। তন্মধ্যে ২০০৯ ইং সনে ৭,১৯,৭৭০ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক মামলা অনিষ্পত্তিযোগ্য অবস্থায় আছে। ঢাকা ও গাজীপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেওয়ানী মামলায় বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির হার মাত্র ০ থেকে ২.৫%। এ পরিস্থিতিতে প্রচলিত পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির হার আশংকাজনকভাবে কম হওয়ায় বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে বলে কমিশন মনে করে।

এ সকল পরিসংখ্যানগত তথ্যাদি প্রাপ্তির সাথে সাথে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির হার কেন আশাব্যঞ্জক নয় অর্থাৎ এই পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা আছে এবং কিভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায় তা নিয়ে কমিশন কর্তৃক প্রশ্নমালা (Questionnaire) ***(সংযুক্তি-'৪')*** প্রস্তুতপূর্বক উচ্চ ও নিম্ন আদালতের বিচারক, আইনজীবী, আইনের ছাত্র ও শিক্ষক, বেসরকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন আগ্রহী ব্যক্তিগণের নিকট প্রায় ৩,০০০ (তিন হাজার) প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি গ্রাম আদালতকে কার্যকর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক এ বিষয়েও ঐ প্রশ্নমালার মাধ্যমে মতামত চাওয়া হয়। তন্মধ্যে ১,৬০০ (এক হাজার ছয়শত) ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রশ্নমালা পূরণপূর্বক তাঁদের মতামত কমিশনে প্রেরণ করেন। অধিকন্তু, বিষয়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট মতামত প্রাপ্তির লক্ষ্যে কমিশনের উদ্যোগে ঢাকা ও গাজীপুর আদালতে মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে একই বিষয়ে পরিসংখ্যানগত তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয় । এখানে বিচারক, আদালতের কর্মচারী এবং বিচারপ্রার্থীদের মতামত সংগ্রহ ও সংকলন করা হয় ***(সংযুক্তি- '৫' এবং '৬')***।

মধ্যবর্তী সময়ে কমিশন কর্তৃক আমন্ত্রিত আইনজীবী, বিচারক, ব্যক্তি ও সংস্থার সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সভায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা দ্রুত ও যৌক্তিক সময়ে নিষ্পত্তির জন্য সমঝোতা বা বিকল্প পদ্ধতিসহ আর কি কি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে এ বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়। তাছাড়া আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ- এর সাথেও একই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আলাপ- আলোচনা করে তাঁর অভিজ্ঞতা ও দিক- নির্দেশনাও কমিশন গ্রহন করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গ্রাম আদালতকে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি মাধ্যম হিসাবে ধরে নিয়ে আইন কমিশন গ্রাম আদালতকে কার্যকর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে সে বিষয়েও গবেষণা কার্য পরিচালনা করে। এর ধারাবাহিকতায় মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত একটি সেমিনারে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্য এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেমিনারে গ্রাম আদালতের সাথে জড়িত সকল পক্ষের অর্থাৎ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ও সদস্য, প্যারা-লিগ্যাল কর্মী ও মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গ্রাম আদালত সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা ও সুপারিশের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তাছাড়া মাদারীপুরের বিভিন্ন গ্রাম আদালত প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের মাধ্যমে কমিশন গ্রাম আদালতের বাস্তব চিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন ***(সংযুক্তি -'৭')***।

এ ভাবে কমিশন সকল স্বার্থ - সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় কি কি প্রতিবন্ধকতা কাজ করছে অর্থাৎ কেন সমঝোতা বা বিকল্প পদ্ধতিতে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হচ্ছে না এবং এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য কি কি ধরনের প্রশাসনিক ও আইনগত সংস্কার প্রয়োজন - এ বিষয়ে তথ্য, উপাত্ত ও মতামত সংগ্রহ করে।

কমিশনের গবেষণা কাজের পদ্ধতি অংশীদারিত্বমূলক, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা। এর ফলে সকলেই এ গবেষণা কাজের ফলাফলের অংশীদার বা মালিক এবং এ কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে যে সুপারিশ বা পরবর্তীতে সম্ভাব্য আইন প্রণীত হবে, সংশ্লিষ্ট সকলেই এর অংশীদার মনে করবে। এতে আইনের বাস্তবায়ন সহজ হবে।

আইন কমিশনের কাজের একটি অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল দেওয়ানী কার্য বিধির ৮৯এ ধারার অধীন কেন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে না তা নিরূপন করা। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি আবশ্যকীয় না হয়ে আদালতের ইচ্ছাধীন থাকা, বিকল্প পদ্ধতিতে মামলার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অনিহা, ফৌজদারী মামলা আপোষে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আদালতের প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকা, মধ্যস্থতা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট বিধিমালা না থাকা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী না থাকা, মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দায়িত্বরত বিচারক অন্যান্য মামলায় ব্যস্ত থাকা, মধ্যস্থতার জন্য সরকারের পৃথক পলিসি, পর্যাপ্ত বাজেট ও পৃথক সংস্থা না থাকা, বিকল্প পদ্ধতির সহায়ক হিসেবে কার্যকর আদালত ব্যবস্থাপনা ও মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কাজ না করা ইত্যাদি।

উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণের পর পূর্বে বর্ণিত বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত মতামত ও তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনাক্রমে বিষয় ভিত্তিক কার্যপত্র প্রস্তুত করা হয় এবং আইন কমিশনের ঐ সকল কার্যপত্রের উপর চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ঢাকায় তিনটি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।

সেমিনার আয়োজনের জন্য কমিশনের কোন বাজেট না থাকায় South Asian Institute of Advanced Legal and Human Rights Studies (SAILS)- এর অর্থায়নে এবং কমিশন ও SAILS এর যৌথ উদ্যোগে ০৭/০৯/২০১০ তারিখে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স মিলনায়তনে ***"Enforcing Court-sponsored ADR in Bangladesh: Need for Strengthening Legislative, Administrative and Institutional Measures"***- বিষয়ের উপর বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তিগণ সেমিনারে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন *(সংযুক্তি- 'ৃ')*।

অতঃপর ১৮/০৯/২০১০ তারিখে রাজশাহীর জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্সে দ্বিতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ***"Enforcing Court-sponsored ADR in Bangladesh"***। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আপীল বিভাগের বিচারপতি জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন ও বিচারপতি জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিনহা -র উপস্থিতিতে উক্ত সেমিনারে প্রথিতযশা আইনজীবী ড. কামাল হোসেনসহ রাজশাহীতে কর্মরত সকল পর্যায়ের বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী, সিভিল সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। বিদ্যমান ADR ব্যবস্থা

বাস্তবায়নে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং উহা দুরীকরণের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সুপারিশমালার উপর তাঁরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। সেমিনারে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে কমিশন কর্তৃক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় (**সংযুক্তি - '৯'**)।

সর্বশেষে গত ২৫/০৯/২০১০ তারিখে ঢাকাস্থ Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) ফাইন্ডেশনের শহীদ নূরুল আমিন খান মেমোরিয়াল হলে ***"Challenges to the Implementation of Court-sponsored ADR in Bangladesh"*** বিষয়ে দিনব্যাপী অপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী, আইনের শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি ADR বিশেষজ্ঞ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করেন। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতি ছাড়াও সুপ্রীম কোর্টের আইন পেশায় নিয়োজিত সিনিয়র আইনজীবীগণ ADR বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা এবং উহা অপসরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ কর যায় সে বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলা দ্রুত নিস্পত্তিতে করণীয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের আলোকে কমিশন কর্তৃক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় যা ***সংযুক্তি-'১০'*** হিসেবে দেখানো হলো। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ঢাকায় আয়োজিত প্রতিটি সেমিনারেই কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এডিআর বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উহা উত্তরণে করণীয় সংক্রান্ত ওয়ার্কিং পেপার সরবরাহ এবং কমিশনের সদস্য ও গবেষণা শাখায় কর্মরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উহা উপস্থাপন করা হয়। ওয়ার্কিং পেপারগুলো সংযুক্তি - '১১', '১২', '১৩', '১৪' ও '১৫' হিসেবে উপস্থাপন করা হলো।

সেমিনারে প্রাপ্ত মতামত, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও কমিশন কর্তৃক পরিচালিত গবেষণালব্ধ তথ্য ও উপাত্ত থেকে কমিশন মনে করে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলার জট নিরসনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরী।

## ১। আইনগত পদক্ষেপ

### (ক) দেওয়ানী বিরোধ

(১) লিখিত জবাব দাখিলের পর পরই দেওয়ানী মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিচারিক আদালত একটি সময়সীমা বেধে দিয়ে বিচারকের বিবেচনায় যে সকল বিরোধ জটিল বা আপোষ করা কঠিন, সেগুলো বাদে বাকী সব মামলার ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ কিংবা পক্ষগণের সম্মতিতে গৃহীত অন্য যে কোন বিচার্য বিষয় উল্লেখপূর্বক মামলাটি বাধ্যতামূলকভাবে মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবে এবং এ জন্য দেওয়ানী কার্য বিধির ৮৯এ ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা প্রয়োজন। মধ্যস্থতার মাধ্যমে অনুরূপ মামলা

নিষ্পত্তি হলে উহা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে গণ্য হবে এবং এর বিরুদ্ধে কোন আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাবে না মর্মে বিধান রাখা ;

(২) যত দিন পর্যন্ত প্রশিক্ষিত ও সার্টিফিকেটধারী মধ্যস্থতাকারী পাওয়া না যায় ততদিন পর্যন্ত প্রতি জেলায় একজন যুগ্ম- জেলা জজকে মধ্যস্থতাকারী আদালত হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা;

(৩) দেওয়ানী কার্যবিধির ১০, ১২ ও ১৩ আদেশে বর্ণিত বিধানাবলী বিচারিক আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও অস্বীকৃত বিষয়, দলিল দাখিল ও ফেরত এবং দলিল Impounding সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নাবলীর অবসান ঘটাতে হবে;

(৪) জবাব দাখিলের পর পরই পক্ষগণ বা তাদের নিযুক্তিয় উকিলের উপস্থিতিতে মামলার বিচার্য বিষয় গঠন এবং প্রথম সুযোগেই মামলাটি মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪ আদেশে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন;

(৫) দেওয়ানী কার্যবিধির ৮৯এ, ৮৯বি, ৮৯সি ধারায় বর্ণিত মধ্যস্থতা ও সালিস সংক্রান্ত বিধান কার্যকরী করার উপযোগী বিধিমালা (Rules) প্রণয়ন করা;

(৬) ADR বাস্তবায়নের জন্য তথা দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরভাবে সমন জারী, আবিষ্কার ও উৎঘাটন (Discovery and Inspection), স্থানীয় তদন্ত (Local Investigation), পক্ষগণ কর্তৃক সাক্ষী উপস্থাপনের সময়সীমা নির্ধারন, লিখিত যুক্তিতর্ক দাখিল, রায় ঘোষণা এবং ডিক্রি প্রস্তুতের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে এতদ্সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা;

(৭) মোকদ্দমার বয়স, গুরুত্ব ও তাগিদ বিবেচনায় উহাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরি যেমন- Fast Tracking ইত্যাদিতে বিভক্ত করা;

(৮) মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বিরক্তিকর মামলা দায়ের এবং মধ্যস্থতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের উপর ক্ষতিপূরণ (Compensatory cost) আরোপের বিধান প্রবর্তন করা;

(৯) মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিচারক এবং মধ্যস্থতাকারীদের উপযুক্ত মূল্যায়নের (Effective incentive) লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত বিধি- বিধান প্রবর্তন করা। মধ্যস্থতারকারীদের নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের মূল্যমানের ১/২ সংসদদ পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়ার বিবেচনা করা যেতে পারে। মধ্যস্থতাকারীদের নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের মূল্যমানের ১/২ শতাংশ পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

## (খ) ফৌজদারী বিরোধ

১৮৯৮ সনে প্রণীত ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে আমাদের দেশে ফৌজদারী/দায়রা মামলা সমূহ পরিচালিত হয়। কিন্তু এতে অনেক পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকায় সঙ্গত কারণেই দ্রুততার সাথে ফৌজদারী মামলা নিস্পত্তি করা সম্ভব হয় না। ফৌজদারী মামলা তাড়াতাড়ি নিস্পত্তি করার জন্য তাই নিম্নের (১) ও (২) দফায় বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহন করা যেতে পারেঃ

### (১) ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ ধারায় পরিধি বৃদ্ধি করা

ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ ধারা অনুসারে আমাদের দেশে ফৌজদারী মামলায় আপোষের যে বিধান রয়েছে তা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয়। দণ্ডবিধিতে বর্ণিত অনেক মামলা পারিবারিক বা ভূমি বিরোধের কারণে দায়ের করা হয় যা পরবর্তীতে পক্ষগণ নিজেদের স্বার্থে তথা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আপোষ করেন। ঐ সমস্ত মামলায় সাক্ষীর অভাবে বছরের পর বছর বিচারাধীন থাকার পর শেষ পর্যন্ত আসামীকে খালাস দিতে হয়। ফলে দন্ডবিধির ১৪৩, ৩০৭, ৩২৬, ৩৮৫, ৪০৪, ৪০৮, ৪১১, ৪১২, ৪২০, ৪৬৮, ৫০৬ (পার্ট-২) ধারাগুলো কেবলমাত্র আদালতের অনুমতিক্রমে আপোষযোগ্য করে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ ধারার পরিধি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাছাড়াও নিম্নলিখিত আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহ আপোষযোগ্য করা যেতে পারেঃ

(ক) মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর দন্ড সংক্রান্ত বিধানের অধীনে দায়েরকৃত আপীল মামলা;

(খ) Negotiatable Instruments Act, 1881এর ১৩৮ ধারা;

(গ) ১৯১০ সনের বিদ্যুৎ আইনের ৩৯ ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারা। তবে ৩৯ ধারায় বর্ণিত শাস্তির বিধান বিকল্পভাবে চিন্তা করে অর্থদন্ড বা কারাদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান যুক্ত করে ঐ ধারাটি সংশোধন করা;

(ঘ) ১৯২৭ সনের বন আইনের ২৬ (১), ৪২ও ৬৩ (গ) ধারা। তাছাড়া ঐ আইনের অন্যান্য ধারায় বর্ণিত শাস্তির বিধান বিকল্পভাবে চিন্তা করে অর্থদন্ড বা কারাদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান যুক্ত করে উহা সংশোধন করা;

(ঙ) ২০০০ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(৪)(খ), ১০ ও ১১ ধারা।

বর্ণিত আইনগুলোর অধীনে দায়েরকৃত মামলা বিকল্পভাবে নিষ্পত্তির জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা কিংবা আদালতের মধ্যস্থতায় অনুরূপ মামলাগুলো বিকল্পভাবে নিষ্পত্তির জন্য ঐ কার্যবিধিতে **৩৪৫এ** নামে নতুন একটি ধারা প্রবর্তন করা যেতে পারে ।

## (২) ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ ধারার অধীনে আপোষ ব্যতীত Plea Bargain এর মাধ্যমে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি

আমাদের দেশে বিদ্যমান মামলা জটের দুই তৃতীয়াংশ দখল করে আছে ফৌজদারী মামলা। ঐ মামলাগুলো আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য উপরে বর্ণিত মতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ ধারার পরিধি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়ার পাশাপাশি অন্যান্য মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিকল্পভাবে মামলা নিষ্পত্তির পদ্ধতির অন্য একটি মডেল 'Plea Bargain' ফৌজদারী কার্যবিধিতে প্রবর্তন করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তানে বিদ্যমান এ সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনায় কমিশন লক্ষ্য করেছে যে অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি হবে এমন মামলায় ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করে কাংখিত সাফল্য পাওয়া যায়। ভারত ও পাকিস্তানে বিদ্যমান অনুরূপ আইন পর্যালোচনায় কমিশন অবহিত হয়েছে, যে সমস্ত মামলায় আসামীর ৭ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে ঐ সমস্ত মামলা 'Plea Bargain' এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে ফৌজদারী মামলার জট অনেকাংশে নিরসন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে আসামীকে আইনে বর্ণিত শাস্তির (অর্থাৎ শাস্তির পরিমাণ ৭ বৎসর পর্যন্ত হলে) তিন চতুর্থাংশ রেয়াত দিয়ে এক চতুর্থাংশ শাস্তি প্রদান করা হয়। তাছাড়া আইনে সর্বনিম্ন শাস্তির বিধান থাকলে উহার অর্ধেক প্রদান করা হয়ে থাকে।

"Plea Bargain" এমন একটি ধারণা যার মাধ্যমে ছোট-খাটো অপরাধের ক্ষেত্রে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করতে চেয়ে আদালতের নিকট হলফনামাসহ আবেদন করে। অতঃপর ঐ বিষয়ে আলোচনায় প্রসিকিউশন এবং আসামী ছাড়াও কোন কোন কোন ক্ষেত্রে ভিকটিম অংশ নিয়ে মামলাটি আদালত মামলটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ নেন। মধ্যস্থতা তথা ঐক্যমতের ভিত্তিতে তারা উহা করে থাকেন এবং পরবর্তীতে মধ্যস্থতার বিষয়টি লিখে পক্ষগণের সহি-স্বাক্ষরক্রমে আদালতে জমা দিতে হয়। আদালত কর্তৃক উহা গৃহীত হলে মামলাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয় এবং এর বিরুদ্ধে কোন আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যায় না।

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থাকে আঘাত করে এমন অপরাধ বা কোন নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ কিংবা ১৪ বছরের নীচের কোন শিশু সংশ্লিষ্ট কোন অপরাধের বিচার বা দাগী আসামীর ক্ষেত্রে ঐ বিধানগুলো প্রযোজ্য হয় না।

বর্ণিত দরখাস্তটি আসামী কর্তৃক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দাখিল না করা হয়ে থাকলে কিংবা দরখাস্তকারী আসামী পূর্বে একই অপরাধের জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হলে উহা অনুরূপভাবে নিষ্পত্তি করা যাবে না এবং আদালত মামলাটি সাধারণ বিচার পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিবেন বলে আইনে বিধান রাখা যেতে পারে।

পক্ষগণ যখন মধ্যস্থতার বর্ণিত পদ্ধতিতে মামলা নিস্পত্তিতে ঐক্যমতে পৌঁছেন তখন আদালত এ বিষয়ে একটি আদেশ দিবেন। আপোষের বিষয়টি রিপোর্ট বা সোলেনামার আকারে লিখে উহাতে পক্ষগণ (ক্ষেত্র বিশেষে ভিকটিম), তাদের নিযুক্তিয় এ্যাডভোকেট এবং আদালত স্বাক্ষর করবেন। অতঃপর আদালত আমাদের দেশে বিদ্যমান আইনের আলোকে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবেনঃ

(ক) আপোষের শর্তানুসারে ভিকটিমকে ক্ষতিপূরণ প্রদান;

(খ) The Probation of Offenders Ordinance, 1960 এর আলোকে আসামীকে প্রবেশনে পাঠানো;

(গ) আইনে সর্বনিম্ন শাস্তির বিধান থাকলে আসামীকে অর্ধেক শাস্তি প্রদান;

(ঘ) নির্ধারিত শাস্তির এক-চতুর্থাংশ প্রদান।

বর্ণিত বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে হাজার হাজার ফৌজদারী মামলা স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে নিস্পত্তি করা সম্ভব হবে। তাই Plea Bargain সংক্রান্ত বিধান ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংযোজন করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ২২ অধ্যায়ের পর **২২এ** নামক একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করা যেতে পারে। অধিকন্তু, ফৌজদারী মামলা দ্রুততার সাথে নিস্পত্তির জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিগুলোও গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

(১) প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা এমন কোন ঘটনা যা আদালতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে-এমন অবস্থা ব্যতীত মামলার শুনানী কোন ক্ষেত্রেই মুলতবী না করা এবং কোন প্রকার Interruption ছাড়াই প্রতিদিন (day to day) সাক্ষ্য গ্রহণ করা;

(২) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাক্ষ্য উপস্থাপন, লিখিত যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে পক্ষদের উদ্ধুদ্ধ করা এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রায় প্রদান ও স্বাক্ষর করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রবর্তন করা;

(৩) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জামিন প্রদান আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হিসেবে না দেখে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে জামিন ও শাস্তির বিষয়ে সুনিদিষ্ট নীতিমালা (Policy) প্রণয়ন করা;

(৪) ১৯৭৪ সনের Children Act এর অধীনে কিশোর অপারাধের বিচারের জন্য Diversion সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তন করা;

(৫) মামলার ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তার বিধানে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা; এবং

(৬) কারাগার প্রশাসন, পুলিশী তদন্ত এবং প্রসিকিউশন সার্ভিসের আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক গৃহীত সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে প্রথম বারের মত অপরাধীদের কারাগারে না পাঠিয়ে ছোট-খাটো অপরাধের জন্য তাদের সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কারাগারের উপর বাড়তি চাপ কমানো যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণিত এবং বাস্তব সম্মত আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশ

বাহিনী উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে। কারা প্রশাসনের নীতিমালায় পরিবর্তন আণয়নসহ কারাকর্তৃপক্ষের মানসিকতার এই মর্মে পরিবর্তন আনা দরকার যে একজন কয়েদীক কারাগারে আটক করাই কোন সমাধান নয় বরং তাকে সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের একজন দায়িত্ববান নাগরিকে রূপান্তির করাই তার মূল দায়িত্ব।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধের ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতি চালু করার জন্য কেবলমাত্র উল্লিখিত আইনী সংস্কারই যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি ছোট-খাটো বিরোধ নিস্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতকে কার্যকর করা, বিকল্প পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া, আদালত ব্যবস্থাকে কম্পিউটারাইজ করা, বিচার ব্যবস্থার জন্য পৃথক জাতীয় নীতি প্রণয়ন করাসহ উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রয়োজন। এ সকল কার্যক্রমের সম্মিলিত প্রয়াসই মামলা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিস্পত্তির পদ্ধতির দীর্ঘস্থায়ী সুফল আনতে সক্ষম হবে বলে কমিশন মনে করে। তাই নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো সরকার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক গ্রহণ করা জরুরী।

## (গ) তৃণমূল পর্যায়ে ছোট-খাটো বিরোধ নিস্পত্তি

তৃনমূল পর্যায়ে ছোট-খাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিস্পত্তির জন্য বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪ এবং গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (যেমন- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়) সামান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে ছোট ছোট বিরোধগুলো তৃণমূল পর্যায়ে নিস্পত্তি হয়ে যাবে এবং ঐ গুলো নিয়ে জেলা আদালতে আর কোন মামলা হবে না। তাতে মামলা দায়েরের প্রবাহ কমে যাবে। জেলা পর্যায়ের আদালতগুলোতে বাড়তি মামলা জট হবে না। মামলার জট কমলে একদিকে যেমন ADR কার্যকর করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হবে ঠিক তেমনি অন্যদিকে পৌর এবং গ্রাম এলাকার জনগণ শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাসের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উন্নয়মূলক কাজে নিজেদের আত্ম - নিয়োগ করতে পারবে।

গ্রাম আদালত এবং পৌর এলাকা বোর্ডকে কার্যকর করার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করার জরুরীঃ

(১) উভয় প্রকার আদালতের আর্থিক এখতিয়ার ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকায় উন্নীত করা;

(২) আদালতের বৈঠক নিয়মিতভাবে বসার জন্য আইন সংশোধন করা;

(৩) বর্ণিত আদালতের মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সহকারী জজ (দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে) এবং ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে (ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে) প্রেরণ এবং উক্ত আদালতগুলোকে গ্রাম আদালতের সুপারভিশন এবং মনিটরিং এর দায়িত্ব দেয়া সংক্রান্ত বিধি প্রবর্তন করা;

(৪) বিদ্যমান ১৯৭৬ সনের গ্রাম আদালত বিধিমালা বাতিল পূর্বক ২০০৪ ও ২০০৬ সনের আইনের বিধান অনুসরণপূর্বক নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা;

(৫) বর্ণিত আদালতের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(৬) উল্লিখিত আদালতের এজলাশ বা অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি এবং একজন স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

## ২। প্রশাসনিক পদক্ষেপ

(১) মধ্যস্থতা কার্যক্রম শুরু করার জন্য যুগ্ম-জেলা জজদের কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা প্রয়োজন। বন্ধু রাষ্ট্র এবং দাতা সংস্থার সহায়তায় মধ্যস্থতাকারীদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

(২) মধ্যস্থতাকারীদের প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা দরকার। শুরুতেই বিচারক, আইনজীবী এবং মধ্যস্থতা কার্যক্রম করতে আগ্রহী অন্যান্য ব্যক্তিদের দেশীয় প্রশিক্ষকদের দ্বারা বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অনুরূপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে;

(৩) প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্যস্থতাকারীদের সম্মানী প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং সম্ভব হলে বিরোধীয় বিষয়ের মূল্যমানের উপর থেকে মধ্যস্থতাকারীর জন্য পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(৪) ADR বিষয়ে গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশের জন্য একটি জাতীয় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন;

(৫) মধ্যস্থতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকার ৫ বছর মেয়াদী একটি প্রজেক্ট গ্রহণ করা।

## ৩। কম্পিউটারাইজেশন

আদালতের দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং নথিপত্র কম্পিউটারাইজ করা যেতে পারে যাতে উহা বিচার প্রার্থী জনগণ ও বিচার বিভাগের জন্য user-friendly হয় এবং তজ্জন্য নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

(১) মামলা ব্যবস্থাপনা যেমন-কজলিষ্ট, বিচারের জন্য মামলা নির্ধারণ (বিশেষতঃ মামলার গুরুত্ব ও জরুরী বিবেচনায়); শুনানীর সময় নির্ধারণ; Fast tracking ইত্যাদি;

(২) মামলার পক্ষ বা তাদের আইনজীবীর নিকট সমন, নোটিশ বা অন্য কোন প্রসেস জারীর জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে *ই-মেইল*, এস.এম.এস. বা মোবাইল ফোনের সুবিধা নেয়ার জন্য হাইকোর্ট রুলস্ এবং Civil Rules and Orders (Vol. 1) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা;

(৩) জনগণ যাতে সহজে ও মামলার নথি তাৎক্ষণিকভাবে দেখতে পারে এবং উহার নকল নিতে পারে তজ্জন্য মামলার যাবতীয় প্রসিডিং ও নথি কম্পিউটারাইজ করা;

(৪) মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি আদালতে মামলার যে জট রয়েছে ঐ বিষয়ে আদালতের হাতের নাগালে পরিসংখ্যান রাখা। তাছাড়া মামলার বয়স ও গুরুত্ব বিবেচনায় উহাদের শ্রেণীবদ্ধ করে অনুরূপভাবেই মামলা শুনানীর ব্যবস্থা করা;

(৫) দ্রুত প্রতিকার পাওয়ার আশায় জনগণ যাতে অন লাইনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ দায়ের করতে পারে সে জন্য সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইটে পর্যাপ্ত সুযোগের ব্যবস্থা রাখা;

(৬) আদালতের ওয়েব সাইটে রায় এবং গুরুত্বপূর্ণ আদেশসমূহ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(৭) পর্যাপ্ত গবেষণার সুবিধাসহ প্রতিটি জেলা জজ আদালতে দেশ বিদেশী ল, জার্নালসহ পর্যাপ্ত Up-to-Date বই পুস্তক সরবরাহ করা;

(৮) প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ক্রমে ক্রমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি এবং ডাটা ষ্টোরেজ পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে বিচারকদের মানসিকতায় পরিবর্তন আণয়নের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং এ জন্য ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(৯) বিচার প্রশাসনে ICT প্রচলনের অসুবিধা ও বাধাগুলো চিহ্নিত করে ঐ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ও Logistic সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। বিচার ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করা যাতে করে বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়।

## ৪। উদ্যোগ ও নেতৃত্ব

ADR বাস্তবায়ন এবং এর সুবিধা ও ফলাফল সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আর এ জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। তা করা না হলে বিচার প্রশাসনে কোন সংস্কার আনা সম্ভবপর হবে না। তাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবেঃ

(১) ADR বাস্তবায়নের জন্য সুপ্রীম কোর্ট বিশেষতঃ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং জেলা জজদের উদ্যোগ অতি জরুরী। বিচারকগণ ADR এর মাধ্যমে কতগুলো মামলা নিষ্পত্তি করলো উহার তত্ত্বাবধান সুপ্রীম কোর্ট থেকেই করতে হবে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট নিয়মিতভাবে ADR এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিবে। অন্যদিকে প্রতিটি জজশীপে ৮৯এ ধারার বিধান কতটুকু বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব জেলা জজের গ্রহন করতে হবে।

(২) উচ্চতর ও অধঃতন আদালত সময়ের (court-time) সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) বিচার কার্যক্রম একবার শুরু হলে বিরতিহীনভাবে উহা চালু রাখা এবং যেন তেন কারণে কোন ভাবেই যাতে উহার ছেদ না ঘটানো না হয় তা নিশ্চত করতে হবে।

(৪) মামলা ও আদালত ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ বিধি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। পক্ষদের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং সাক্ষ্য গ্রহন শেষে লিখিত যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য বিধি প্রণয়ন করা।

(৫) নিম্ন আদালতের অনুরূপ সংস্কার তখনই অর্থবহ হবে যখন মামলা ও আদালত ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ কর্তৃক অনুসরণ করা হবে। এজন্য প্রয়োজনবোধে উক্ত বিভাগদ্বয়ের জন্য প্রযোজ্য বিদ্যমান রুলস্ সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে।

## ৫। বিচার ব্যবস্থার জন্য জাতীয় নীতি (National Policy for Judiciary)

বিচার ব্যবস্থায় গুণগত মান আনয়ন এবং উহাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কতিপয় জাতীয় নীতি গ্রহণ করা দরকার যেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

### (ক) বিচার বিভাগের জন্য

(১) সারাদেশের বিচারকদের সম্মেলন ডেকে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত National Policy for Judiciary ঘোষণা করা;

(২) বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Bangalore Principles' ***(সংযুক্তি-'১৬')*** এর আদলে আমাদের দেশের বিচারকদের দাপ্তরিক কার্যক্রম ও ব্যক্তিগত জীবনযাপন সংক্রান্ত একটি Code of Conduct প্রকাশ করা;

(৩) বিচার প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা;

(৪) বিচার বিভাগের সকল পর্যায় থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা;

(৫) নির্দিষ্ট ২/১ টি জেলা জজ আদালত এবং হাইকোর্ট বিভাগের ২/৩টি বেঞ্চে মডেল ***ই-কোর্ট (e-court)*** প্রবর্তন করা;

(৬) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক দেশের বিভিন্ন জেলায় আইন পেশায় কর্মরত আইনজীবীদের বিচার ব্যবস্থার সংস্কার কার্যক্রম বাস্তাবায়নে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করা;

(৭) UNCITRAL মডেলে একটি জাতীয় Arbitration and Mediation Council গঠন করা;

(৮) সাক্ষ্য উপস্থাপন এবং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ICT-এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যেমন, ***ই-ফরমস (e-forms)*** এবং বায়োমেট্রিক্স প্রবর্তন করা।

## (খ) সরকারের জন্য

(১) নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ADR বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় নীতিমালা ঘোষণা করা;

(২) মানসম্মত বিচার প্রশাসনের জন্য GDP থেকে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিচার বিভাগের জন্য বরাদ্দ করা;

(৩) যুগের প্রয়োজনে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে উন্নত ও প্রতিবেশী দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দেশের জন্য মানসম্মত আইন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা;

(৪) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আইন শিক্ষা ব্যবস্থার মেয়াদ ও সিলেবাসের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নসহ ADR, Legislative Drafting, Forensic Evidence ইত্যাদি বিষয়ে কোর্স প্রবর্তন করা ;

(৫) ভৌত এবং অবকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়ন ঘটানো;

(৬) সংবিধানের অধীনে একজন নাগরিকের কি কি অধিকার ও দায়-দায়িত্ব আছে সে সম্পর্কে জন-সচেনতা বৃদ্ধি এবং জনগণকে আইনমান্যকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের কারিকুলামে ঐ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তিসহ Public Place এ উহা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;

(৭) ADR বাস্তবায়নে সরকার ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের বিষয়টি জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো;

(৮) স্বল্প সময় ও স্বল্প খরচে দরিদ্র ও অসহায় জনগণ যাতে বিচার পায় তজ্জন্য বিচার ব্যবস্থায় বিদ্যমান সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের উদ্যোগ নেয়া;

(৯) বার এবং বিচার বিভাগ প্রস্তুত থাকলে Pre-trial Confenrence আয়োজনের লক্ষ্যে উপযুক্ত পন্থা (Mechanism) প্রবর্তন করা; এবং

(১০) দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তিরা যাতে আইনগত সহায়তা পেতে পারে, সে লক্ষ্যে উপযুক্ত কৌশল আবিষ্কার করে ভারতসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আইনগত সহায়তা পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে সংবিধানে সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ প্রবর্তন করা।

## (গ) সচেতনতা বৃদ্ধি

(১) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে জেলা জজদের ADR বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বৈঠক আয়োজন করা;

(২) ADR ব্যবস্থা কতদুর বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিয়মিতভাবে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা;

(৩) ADR ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তা কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তা অবলোকনের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাই কোর্ট বিভাগের ৫ জন বিচারকের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা;

(৪) ADR ব্যবস্থার সুবিধা ও সুফল সম্পর্কে আইনজীবীদের অবহিত করা এবং কিভাবে উহা তাদের মাধ্যমে ফলপ্রসুভাবে কার্যকর করা যায়, সে বিষয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৫) ADR বিষয়ে আইনজীবী ও বিচারকদের অবহিতকরণ এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়তার (interaction) জন্য বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আইনজীবী ও বিচারকদের একত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া নিয়মিতভাবে ঐ বিষয়ে কনফারেন্স, সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা;

(৬) ADR এর মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি এবং ADR বিষয়ে আইনজীবী, বিচারক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে যে সমস্ত বেসরকারী সংস্থা (NGO) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করছে তাদের সহায়তা গ্রহণ ও কাজে লাগানো;

(৭) মামলা নিষ্পত্তিতে ADR ব্যবস্থার সুফল সম্পর্কে জনগণকে ধারণা দেয়ার জন্য এবং ADR বাস্তবায়নে সরকার ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের বিষয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে কাজে লাগানো।

**(অধ্যাপক ড. এম. শাহ আলম)**
সদস্য

**(সুনীল চন্দ্র পাল)**
সদস্য

**(বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ)**
চেয়ারম্যান